বাংলা সাময়িকপত্র

ঐতিহ্য, সংকট ও সম্ভাবনা

সম্পাদনা

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ | প্রিয়ব্রত ঘোষাল
দীপঙ্কর মল্লিক | শুভঙ্কর রায়
গোপালচন্দ্র বাইন

বাংলা সাময়িকপত্র
ঐতিহ্য, সংকট ও সম্ভাবনা

সম্পাদনায়

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ ● প্রিয়ব্রত ঘোষাল
দীপঙ্কর মল্লিক ● শুভঙ্কর রায়
গোপালচন্দ্র বাইন

দিয়া পাবলিকেশন

Bangla Samayikpatra : Oitihya, Sankat O Sambhabana

Edited by

Swami Shastrajnananda ● Priyabrata Ghoshal
Dipankar Mallik ● Subhankar Ray
Gopal Chandra Bayen

Published by

Swami Mahaprajnananda
Principal, Ramakrishna Mission Vidyamandira
Belur Math, Howrah, West Bengal
Phone : 033-2654-9181/9632

Collaboration with

Diya Publication
44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 6291811415
e-mail : diyapublication@gmail.com || diyapublication64@gmail.com
website : https://diyapublication.in/
facebook : দিয়া পাবলিকেশন কলকাতা
facebook page : https://www.facebook.com/diyapublicaton/
প্রকাশনা ও বিপণন সংক্রান্ত কথা : কৌস্তভ বিশ্বাস

ISBN : 978-93-92110-25-2

প্রথম প্রকাশ : ২৬.১১.২০২২

শোভন সংস্করণ : মূল্য ২০০/-

সূ | চি | প | ত্র

উনিশ শতকের বাংলা সাময়িক পত্রের গতিপ্রকৃতি : সূচনা থেকে 'বঙ্গদর্শন'
কল্যাণ মজুমদার
৫

সাময়িক পত্র : ব্যক্তি থেকে সমষ্টির দিকে
দেবদীপ দাস
১১

উনিশ শতকের বাঙালি নারী সমাজ ও 'বামাবোধিনী' পত্রিকা
রিমি বাছাড়
১৭

'বঙ্গদর্শন'-এর সংরূপগত বিন্যাস ও তার বিবর্তন : উনিশ থেকে বিশ শতক
স্বরূপ দত্ত
২২

সভাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা : প্রসঙ্গ উনিশ শতকীয় বাংলা সাময়িক পত্রিকা
সন্দীপ দাস
৩০

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট : একটি অনুভাবনা
অভি কোলে
৩৭

মুসলিম সম্পাদক-কৃত উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাময়িকপত্র : একটি ইতিকথা
বিমান দাস
৪৫

'শনিবারের চিঠি' : সজনীকান্ত ও রবীন্দ্রনাথ—শ্রদ্ধা বিরূপতা ভালোবাসায় গড়া সম্পর্কের রসায়ন
গোবিন্দ মণ্ডল
৫৩

বাংলা আধুনিক কবিতার চরিত্র গঠন : সাময়িক 'কবিতা' পত্রিকা
অংশুমান খাঁন
৬০
'পরিচয়' : নভেল রেভু ফ্রঁসেস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
সুশান্ত মণ্ডল
৬৬
'পরিচয়' পত্রিকার নবতি বর্ষপূর্তি বিষয়ে কিছু কথা
বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য
৭১
সত্যজিৎ : সন্দেশের প্রথম বছর
প্রিয়ব্রত ঘোষাল
৭৬
বাংলা গোয়েন্দাকাহিনির ধারায় সাময়িক পত্রের ভূমিকা
প্রসঙ্গ সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার কাহিনি
সৌত্রিক ঘোষাল
৮০
'অন্তঃপুর' পত্রিকা : উনিশ শতকীয় নারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় একটি নতুন পাঠ
সাহানা ঘোষ দস্তিদার
৮৭
'কৃত্তিবাস' ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
স্বরাজ কুমার দাশ
৯৪
'আশ্চর্য!' : 'ম্যাডনেস' থেকে সূচনা, পরিণতি প্রগতিশীল 'প্রতিষ্ঠানে'
সঞ্জয় দে
১০০
অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত আশ্চর্য! : যুগসন্ধিক্ষণে বাংলা কল্পবিজ্ঞান
অর্ণব শেঠ
১০৬
'ব্রাত্যজন নাট্যপত্র' : নাটক ও নাট্যচর্চার পত্রিকা
আশিস রায়
১১২
বাংলা সাময়িকপত্রের ভূত-ভবন-ভাবী অবস্থা এবং 'অমৃতলোক' পত্রিকা
দীপঙ্কর মল্লিক
১২০

সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট একটি অনুভাবনা

অভি কোলে

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অনেক বছর কেটে গেছে। কিন্তু তিনি আজও আমাদের জীবনে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন। পত্র-পত্রিকার সংবাদ থেকে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে, ছোটো পর্দা থেকে বড়ো পর্দায় তাঁর উদ্ধৃতির বহুল ব্যবহার লক্ষ করি। অথচ একদিন তিনি নিজেই যে খবরের জগৎ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন, পত্রিকার সম্পাদক হয়ে কয়েকটি কাগজ চালিয়েছিলেন, তাঁর সে পরিচয়টা বোধহয় আড়ালে থেকে গেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার বহুমুখী ধারার মধ্যে তাঁর সম্পাদক পরিচয়টি কিন্তু তুচ্ছ নয়। বরং সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের মাঝেই আমরা তাঁর স্বদেশ ও সংকল্পের চেহারাটি, তাঁর দেশকালবোধ, মানবচেতনা ও বিশ্বভাবুকতা উপলব্ধি করতে পারি। শুধু তাই নয়, তাঁর সৃজনশীলতাকে বিচিত্র পথগামী করতে নিশ্চিতভাবেই তাঁকে সাহায্য করেছিল তার সাহিত্য ও সাময়িকপত্র সম্পাদনা।

রবীন্দ্রনাথের পত্রিকা সম্পাদনকালের মধ্যেই ১৮৯৪ থেকে ১৯১৪ কালপর্ব মোটামুটি ছড়ানো। সবমিলিয়ে কুড়ি বছরের বেশি। আর এই সময়টা ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এইসময়ে একদিকে নানান সভাসমিতি গড়ার উদ্যোগ চলছিল, অন্যদিকে জাতীয় বিদ্যালয় ও স্বদেশি শিল্প গড়ে উঠেছিল একের পর এক। জাতীয় জাগরণের এই কালপর্বে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদের লক্ষ্য ছিল যেনতেন প্রকারে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদরেখা প্রকট করে তোলা। ঠাকুরবাড়ি থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকা বেরিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পাঁচটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার নাম ও সম্পাদনা কাল উল্লেখ করা হল—

১. **সাধনা :** অগ্রহায়ণ ১৩০১ কার্তিক ১৩০২ বঙ্গাব্দ। প্রথম তিন বছর ভাইপো সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সম্পাদক হিসেবে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথই সম্পাদনা করতেন।

২. **ভারতী :** ২২ বর্ষ, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ।

৩. **বঙ্গাদর্শন :** বৈশাখ ১৩০৮—বৈশাখ ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

৪. **ভান্ডার :** বৈশাখ ১৩১২—আষাঢ় ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

৫. **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা :** ১৩১৮—১৩২২ বঙ্গাব্দ।

নিম্নে প্রত্যেকটি পত্রিকা এবং তার সময়কাল পৃথক পৃথকভাবে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে সংক্ষেপে আলোচিত হল।

● **সাধনা :** রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা মাসিক 'সাধনা'। তবে তিনি প্রথমে নামে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন না। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুরবাড়ি থেকে সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়। 'সাধনা'-র সম্পাদক যিনিই হোন না কেন, এই পত্রিকার প্রায় সর্বেসর্বা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে জানা যায়—

> আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন—চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণভার আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল।[১]

'সাধনা' পত্রিকার শুরু থেকে মুখবন্ধে লেখা হত এই ছত্র ক'টি—

আগে চল্, আগে চল ভাই!
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই!
আগে চল্, আগে চল্ ভাই॥

এই আহ্বান রবীন্দ্রনাথেরই।

১২৯৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাস থেকে 'সাধনা'-য় 'প্রসঙ্গ-কথা' নামে একটি নতুন বিভাগ চালু হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি নানান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপিত করতেন। ইয়োরোপে পুঁজিবাদ কী চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথের নজর এড়ায়নি। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যাতেই 'ক্যাথলিক সোশ্যালিজ্‌ম্' নামে আরেকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ইয়োরোপে সমাজতন্ত্রের পক্ষে তখন অনুকূল মত গড়ে উঠেছিল। 'সাধনা'-র গোড়ার দিকে যেসব গদ্য, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে রাজনৈতিক বিষয়ে খুব একটা আলোচনা ছিল না। ১৮৯৩ সাল থেকে এক বছর রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'-য় প্রচুর রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখেন। 'সাধনা'-কালপর্বে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিসহ নানান বিষয়ে তিনি চিন্তাশীল মতামত প্রকাশ করেছেন। গল্প, কবিতা, সাহিত্য আলোচনার বিস্তীর্ণ জগৎ তো ছিলই। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'কাবুলিওয়ালা' গল্প, 'যেতে নাহি দিব' কবিতা প্রকাশিত হয়, ১৩০০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় 'সোনার তরী'-র মতো কালোত্তীর্ণ কবিতা ছাপা হয়েছিল। ১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সম্পাদক' গল্পে সম্পাদক হওয়ার কত ঝক্কি, তা রসাত্মক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্র-সম্পাদিত 'সাধনা'-য় লেখকের নাম কোথাও ছাপা হত না। বর্ণানুক্রমিক সূচিতেও লেখকের নাম নেই, ফলে রবীন্দ্রগবেষকরা অনেক রচনার লেখক-পরিচয় এখনও উদ্ধার করতে পারেননি। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পালের সন্দেহ—"তাঁর কিছু রচনা অচিহ্নিত ও অগ্রন্থিত থেকে গেছে।"[২] তিনি নিয়মিত 'সাধনা'-র জন্য লিখে যেতে লাগলেন। কিন্তু শেষ কয়েকটা মাস যেন আর চলছিল না। 'সাধনা'-র শেষ সংখ্যা ১৩০২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক একসঙ্গে প্রকাশিত হল। কবির 'সাধনা' শেষ হল। পত্রিকার প্রকাশ

চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি লিখলেন—"যে-দেশে সাধনার মত উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্র বিলুপ্ত হওয়ার অবসর পায়, সে দেশ নিশ্চয় অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।"[৩]

● **ভারতী :** রবীন্দ্রনাথের বড়ো দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে 'ভারতী' আত্মপ্রকাশ করল এবং স্বীয় বৈশিষ্ট্যে আসন করে নিল। ছোটোভাই রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সেই এই পত্রিকার সহযোগী হন। 'ভারতী' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেবেলা'-য় লিখেছেন—"এবার ষোল বছর বয়সের হিসাব দিতে হচ্ছে। তার আরম্ভের মধ্যেই দেখা দিয়েছে ভারতী। আজকাল দেশে চারদিকেই ফুটে ফুটে উঠছে কাগজ বের করবার টগবগানি।"[৪]

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গবিরোধী ভাবাবেগের কালে, যে-ধরনের কাগজের আবির্ভাব ঘটেছিল, 'ভারতী' সে দলে নিজেকে জড়ায়নি সচেতনভাবেই। বরং যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে চলছিল। এই কারণে সে সময়কার কয়েকজন স্বদেশি নেতা এটাকে 'ইংরেজঘেঁষা কাগজ' আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে অভিযোগ ধোপে টেকেনি। গঠনমূলক স্বাদেশিকতা, যা ভবিষ্যতের সঞ্চয়, তার আদল তুলে ধরে 'ভারতী'। 'ভারতী'-র অস্তিত্বকাল ১৮৭৭ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্রুত ও দুরন্ত পরিবর্তনের অর্ধশতক।

'ভারতী' ভারতীয় জাতীয় চেতনার স্ফুরণের পথ তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে এবং পরবর্তীকালে ১৩০৮ থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দের মধ্যে 'ভারতী'-তে তাঁর অনেক উল্লেখযোগ্য স্বাদেশিকতামূলক রচনা প্রকাশিত হয়। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের ভাগনি হিরণ্ময়ী দেবীর অনুরোধে 'ভারতী'-র সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'ভারতী'-সম্পাদকের একটি বছরকে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাল বলা যায়। এই সময়ে তিনি সাময়িক, রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে এবং সাহিত্য বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। এই সঙ্গে পাঠকদের আকর্ষণের জন্য গল্পও লেখেন। এই বছরে তিনি মাত্র কয়েকটি গান ও দু'চারটি কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর সম্পাদনাকালে 'ভারতী' নতুন চেহারা পায়। এতদিন রয়্যাল ফর্মায় ছাপা হত। রবীন্দ্রনাথ আনলেন ক্রাউন সাইজ। সম্পাদনায় বৈচিত্র্য এল। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় প্রাধান্য পেল। গল্প, ভ্রমণকাহিনি, সংগীতচর্চা সবই স্থান পেলেও তাতে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনার ছাপ স্পষ্ট ছিল।

'ভারতী'-সম্পাদনার বছরটিতে তিনি সাতটি ছোটোগল্প লেখেন। বিচিত্র রসের গল্পগুলি হচ্ছে 'পুত্রযজ্ঞ', 'ডিটেকটিভ', 'অধ্যাপক', 'রাজটিকা', 'মণিহারা' ও 'দৃষ্টিদান'। এর মধ্যে 'পুত্রযজ্ঞ' গল্পটি 'ভারতী'-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে প্রকাশিত হয়। সবমিলিয়ে একবছরে রবীন্দ্র-সম্পাদিত 'ভারতী'-তে একশো কুড়িটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে ছাপান্নটিই তাঁর। অর্থাৎ, পত্রিকার অর্ধঅংশ জুড়েই রবীন্দ্রনাথ। 'ভারতী'-সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথ সফলতার স্বাক্ষর রাখতে পারেননি। এতদিনের একটি প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা তাঁর হাতে পড়ে অনেকটা সংকুচিত হয়ে গেল। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের শেষ চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় দুটি যুগ্মসংখ্যা রূপে। 'সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ'-এ তিনি লিখলেন—

এক বৎসর 'ভারতী' সম্পাদন করিলাম। ইতিমধ্যে নানা প্রকার ত্রুটি ঘটিয়াছে। সে সকল

ত্রুটির যত-কিছু কৈফিয়ত প্রায় সমস্তই ব্যক্তিগত। সাংসারিক চিন্তা চেষ্টা আধিব্যাধি ক্রিয়াকর্মে সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী'কেও নানারূপে বিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে।[৫]

● **বঙ্গদর্শন পত্রিকা :** 'বঙ্গদর্শন পত্রিকা'-র সম্পাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি দিন—একটানা পাঁচ বছর 'বঙ্গদর্শন'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' যে নবদিগন্তের উন্মোচন করেছিল, তাকে ছাপিয়ে যেতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু রাজনৈতিক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তিনি নতুন মাত্রা সংযোজন করলেন। বিষয় বৈচিত্র্যে সে যুগের আধুনিক পত্রিকা হয়ে ওঠে 'বঙ্গদর্শন'। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্পষ্ট করে পত্রিকার আদর্শ ব্যাখ্যা করেন—

আমরা যখন বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি, তখন আমরা কঠিন বিচার প্রার্থনা করি; ভীরুতা, রুচিভ্রংশ, সত্যের অপলাপ এবং সর্বপ্রকার সাহিত্য নীতির শৈথিল্য আমাদের পক্ষে অমার্জনীয়।[৬]

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'-র প্রথম সংখ্যায় গ্রন্থসমালোচনা ও সাহিত্য সমালোচনা-সহ মোট এগারোটি লেখা প্রকাশিত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ী রূপটি ফুটিয়ে তোলার সচেতন প্রয়াস ছিল শুরু থেকেই। 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার কালপর্বে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনায় অসাধারণ মুনশিয়ানার পরিচয় দেন। 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুচ্ছের একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল নেশনতত্ত্ব আলোচনা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ। নেশনতত্ত্ব আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। মানবতার বিশ্বজনীনতার সঙ্গে নেশনস্বার্থের যে বিরোধ রয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথের আগে দেশে কেউই স্পষ্ট করে বলেননি। তিনি 'বঙ্গদর্শন'এর ১৩০৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় 'নেশন কী?' প্রবন্ধে লিখলেন—

ভূ-খণ্ডের উপর যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের পত্তন হইতে পারে, কিন্তু নেশনের অন্তঃকরণটুকু ভূখণ্ডে গড়ে না। জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বুঝি, মনুষ্যই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ।[৭]

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, পঞ্চায়েতি রাজ, গ্রামীণ সরকার ইত্যাদি নিয়ে ইদানীং নানান আলাপ-আলোচনা শোনা যায়। বিশেষ করে ভারতীয় সংবিধানের ৭৪ ও ৭৫ নং সংশোধনী গ্রহণের পর। 'স্বদেশী সমাজ'-এ তিনি যে কথাটা বলেছিলেন, তা আরও জোর দিয়ে বললেন 'বঙ্গদর্শন'-এ ১৩১২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধে। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে, তিনি পত্নী মৃণালিনী দেবীকে হারালেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র উনত্রিশ। এই অগ্রহায়ণেই পত্নী বিয়োগে 'বঙ্গদর্শন'-এ লিখলেন—"আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই—"যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই।"[৮] শুধু এই একটি কবিতা নয়, এই মাসে 'উৎসর্গ'-র তিনটি এবং 'স্মরণ'-এর ছটি, মোট নয়টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করায় অনেকে খুশি হতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তো সর্বদা কবির ছিদ্রান্বেষণে তৎপর ছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক অতি সাধারণ লেখক রবীন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে একখানা প্যারোডি পর্যন্ত লিখে ফেললেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনাভার ত্যাগ করার পরও আট বছর 'বঙ্গদর্শন' চলেছিল। ১৩২১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

● **ভান্ডার :** 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদকপদে থাকাকালেই রবীন্দ্রনাথ 'ভান্ডার' নামে আরেকটি মাসিক পত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন কেদারনাথ দাসগুপ্ত। কেন রবীন্দ্রনাথ এই ভার গ্রহণ করলেন, সে কথা নিজেই 'ভান্ডার'-এর ১৩১২ বঙ্গাব্দের বৈশাখের প্রথম সংখ্যায় জানালেন—

> প্রকাশকের মুখে যখন জানিতে পারিলাম, আমাদের এই কাগজটাতে একটা মানসিক সামাজিকতা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, দেশের পাঁচজন ভাবুককে একটা বৈঠকে আমন্ত্রণের উদ্যোগ হইতেছে, তখন কৌতূহলে আমার মন আকৃষ্ট হইল।[৯]

প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনাই ছিল সূত্রধারের কথা। এখানেই তিনি এই বক্তব্য নিবেদন করেন। এটা আসলে সম্পাদকের ভূমিকা। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী 'ভান্ডার'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ ২৪ এপ্রিল বা ১১ বৈশাখ হলেও, রবীন্দ্রনাথ ৭ বৈশাখ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখেছেন—"ভান্ডার বাহির হইয়াছে—প্রথম সংখ্যা ছাপার ভুলের ভান্ডার হইয়াছে।"[১০] এই পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দু-বছরের কিছু বেশি সময়; ১৩১২-১৪ বঙ্গাব্দ যুক্ত ছিলেন।

'ভান্ডার' প্রধানত রাজনৈতিক আলোচনামূলক পত্রিকা ছিল। কিন্তু, দেশের বিদগ্ধজনেরা রাজনীতির পটভূমিতে অন্যান্য সমস্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মতপার্থক্য প্রকট ছিল। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদক তাঁর স্বভাবধর্ম অনুসারে কোনো মতকেই চাপা দিতে চেষ্টা করতেন না, বরং চাইতেন চিত্তাকর্ষক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে পাঠক নিজ নিজ মত গড়ে তুলুক। এই যেমন সাহিত্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিরোধী বলে চিহ্নিত চিত্তরঞ্জন দাশ ও চন্দ্রনাথ বসু 'ভান্ডার'-এর লেখকদলে ছিলেন।

'ভান্ডার'-এর প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচনা 'সূত্রধারের কথা', 'প্রাইমারি শিক্ষা' ও 'স্মৃতিকথা' প্রকাশিত হয়। 'ভান্ডার'-এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল প্রশ্নোত্তর। জাতীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক শিক্ষা প্রভৃতি নানান বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হত। বেশিরভাগ প্রশ্ন অবশ্য তুলতেন 'ভান্ডার'-এর সম্পাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা তার উত্তর দিতেন। এভাবে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল 'ভান্ডার'। প্রথম সংখ্যাতেই প্রশ্নোত্তরে অংশ নেন দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের প্রশ্ন ছিল—"আজকালকার পাবলিক উদ্যোগগুলির সঙ্গে প্রকৃত সাধারণের যোগরক্ষার উপায় কী?"[১১]

রবীন্দ্রনাথ যখন 'ভান্ডার'-এর সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, তখন বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। ৭ আগস্ট ১৯০৫ সালে বাঙালি হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ জানাতে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের শপথ নেন। তিনি এই আন্দোলনের পদ্ধতি, বিশেষ করে বয়কট আন্দোলনের যে বিরোধী ছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

স্বদেশি আন্দোলন জণজাগরণে, বিশেষত জাতীয় চেতনা সৃষ্টিতে, যে অনেকটা সাহায্য করেছিল, তা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেননি। এই আন্দোলনের পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর যে বড়ো রকমের বিরোধ ছিল, সে কথা তিনি বরাবরই বলেছিলেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে দেশানুভূতি জাগ্রত করার ব্যাপারে আন্দোলনের সাফল্য তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতায়, যা

'ভান্ডার'-এ পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছিল—

> এই স্বদেশী আন্দোলনে অনেক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে। যাহা তর্ক করিয়া অসম্ভব মনে হয় তাহা সম্ভব হইল কেমন করিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই স্বদেশী আন্দোলনে প্রমাণ হইয়াছে যে অসাধ্যও সাধ্য হয়।[১২]

মোট কথা, রবীন্দ্র-সম্পাদনা পরিণতি লাভ করেছিল 'ভান্ডার' পত্রিকায়। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় পর্যন্ত তিনি সম্পাদকের দায়িত্বভার পালন করেন। এরপর রাজনীতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ কমে যায়। নিজেকে তিনি গুটিয়ে নেন। পত্রিকার প্রকাশক সংগঠক কেদারনাথ দাশগুপ্ত রাজরোষের কারণে আমেরিকায় চলে যান। পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

● **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা :** মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স যখন পঞ্চাশ, কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী হিসেবে তখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের নাম-যশ ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজ। ১৩১৮ থেকে ১৩২১ বঙ্গাব্দ তিনি এর সম্পাদক ছিলেন। এই পর্ব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কবি জীবনেরও সবচেয়ে স্মরণীয়। এই সময়ে, ১৯১১ সালে, বঙ্গভঙ্গ রদ হলে জাতীয় আন্দোলনের গতি কিছুটা স্তিমিত হয়। ১৯১৪ সালে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। জাতীয় রাজনীতিতে গান্ধিজির আবির্ভাব ঘটল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯১৩ সালে সুইডিশ অ্যাকাডেমি তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে। বিশ্বদরবারে এক পরাধীন দেশের এক কবির এই প্রতিষ্ঠা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। বাংলা ভাষা রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে পৃথিবীর সামনে সবল আত্মপরিচয় ঘোষণা করল।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সম্পাদক থাকাকালেই রবীন্দ্রনাথ ২৪ মে ১৯১২ সাল থেকে টানা দেড় বছর ইয়োরোপ ও আমেরিকাসহ নানান দেশ সফর করেন। ১৯১৩ সালের অক্টোবরে কবি দেশে ফিরে আসেন। এর একমাস পরেই নোবেল প্রাপ্তির খবর আসে। এই দেড় বছর পত্রিকা সম্পাদনার কাজ দেখাশোনা করতেন সহ-সম্পাদক অজিতকুমার চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ নিজে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-কে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন, পত্রিকার সত্তরতম বর্ষপূর্তিতে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে এর কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। ১৮৩৫ শকাব্দের বৈশাখে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল—

> তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আধুনিক যুগের মাসিক পত্রিকার আদি ও সাহিত্য সম্পদে অদ্বিতীয়। বঙ্গের অধিকাংশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-রথীগণ ইহার লেখক। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, নীতি, শিক্ষা, সংগীত প্রভৃতি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধে ইহার কলেবর পূর্ণ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আজ ৭০ বছর ধরিয়া বঙ্গদেশে জ্ঞানবিস্তার করিয়া আসিতেছে।[১৩]

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র একাধিক রচনায় তিনি ভেদবুদ্ধি, জাত সংকীর্ণ ধর্মান্ধতাকে খন্ডণের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি জানতেন—"কিন্তু ভেদবুদ্ধি সহজে মরিতে চায় না। কেননা জন্মকাল হইতে আমরা ভেদটাকেই চোখে দেখিতেছি, সেইটেই আমাদের বুদ্ধির সকলের চেয়ে পুরাতন অভ্যাস।"[১৪] 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-তে রবীন্দ্রনাথের অনেক সুপরিচিত কবিতা, গান ও গানের স্বরলিপি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ব্রাহ্মসমাজের

মুখপত্র হলেও রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনা গুণে এই পত্রিকা নানাদিক থেকে, বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। প্রথমত, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও নানা ধর্মসম্প্রদায়ের ভাবনা তথ্য ও যুক্তি সহযোগে পাঠকের কাছে তুলে ধরা হত। এই আলোচনার মধ্যে বেশ নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া গেল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' কোনও ধর্মের প্রতি কখনোই অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেননি। বিভিন্ন সময়ে হিন্দু ও ব্রাহ্মমত নিয়ে তীব্র তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু সেখানে শালীনতার লক্ষণরেখা অতিক্রম করতে দেওয়া হয়নি। রবীন্দ্র-সম্পাদনপর্বে এই পত্রিকায় সমবায় আন্দোলন, দেশ-বিদেশের কৃষি অগ্রগতি ও চাষবাস, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, বৃক্ষলতা ও কীটপতঙ্গ পর্যবেক্ষণ, সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়মিত প্রকাশিত হত।

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রম পরবর্তীকালে দেশ-বিদেশের কাছে ভারতের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করলে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৬ শকাব্দের চৈত্র সংখ্যাতেই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সম্পাদন পর্বের সমাপ্তি হয়। এরপর সত্যেন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে না জড়ালেও, রাজনীতি থেকে দূর থেকে উদাসীন হয়ে বসে থাকতে চাননি। সমসাময়িক প্রায় প্রত্যেক রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে নিজের সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় বা প্রকাশ্য সভা-সমাবেশে তিনি মতপ্রকাশ করেছেন। কখনও কখনও তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য দেশের বহুজনের বিরূপ সমালোচনা কুড়িয়েছিল। কিন্তু তিনি চাপে পড়ে নিজের অবস্থান বদল করেননি। পরবর্তীকালে তাঁর অনেক বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু পত্র-পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে, রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসেবে তিনি নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে আপস করেননি। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ও ঐক্যের সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যতটা গভীরভাবে ভেবেছিলেন এবং যতটা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছিলেন, সে আমলে কোনো জাতীয় নেতাই সেভাবে বিষয়টিকে তলিয়ে দেখেননি।

পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়া সাংবাদিকতা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ বেশ তলিয়ে ভেবেছিলেন। চটুল ও তরল সাংবাদিকতার তিনি সমালোচনা করেছেন। তিনি সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিকতার পক্ষে ছিলেন। এ কথা ঠিক, কবিকে কোনোদিন সংবাদপত্রের দপ্তরে বসে সংবাদ রচনা করতে হয়নি বা তিনি কোনোদিন নোটবই, পেনসিল বা ভয়েস রেকর্ডার নিয়ে সংবাদপত্রের পিছনে ছুটে বেড়াননি। কিন্তু দেশ-বিদেশের সংবাদ ও পত্র-পত্রিকার জগৎটি তাঁর আয়ত্তে ছিল। বশংবদপত্র বিদেশের সংবাদ ও সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের রবীন্দ্রনাথ আদপেই পছন্দ করতেন না। তাঁর একাধিক লেখায় এ কথাটা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন। তবুও রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক স্বাদেশিকতার বিকাশে এবং সামগ্রিকভাবে দেশবাসীর জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা গঠনে এই পত্রিকাগুলির অবদান চিরদিনই ভারতীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাসে স্বীকৃত থাকবে।

মুখপত্র হলেও রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনা গুণে এই পত্রিকা নানাদিক থেকে, বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। প্রথমত, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও নানা ধর্মসম্প্রদায়ের ভাবনা তথ্য ও যুক্তি সহযোগে পাঠকের কাছে তুলে ধরা হত। এই আলোচনার মধ্যে বেশ নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া গেল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' কোনও ধর্মের প্রতি কখনোই অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেননি। বিভিন্ন সময়ে হিন্দু ও ব্রাহ্মমত নিয়ে তীব্র তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু সেখানে শালীনতার লক্ষণরেখা অতিক্রম করতে দেওয়া হয়নি। রবীন্দ্র-সম্পাদনপর্বে এই পত্রিকায় সমবায় আন্দোলন, দেশ-বিদেশের কৃষি অগ্রগতি ও চাষবাস, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, বৃক্ষলতা ও কীটপতঙ্গ পর্যবেক্ষণ, সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়মিত প্রকাশিত হত।

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রম পরবর্তীকালে দেশ-বিদেশের কাছে ভারতের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করলে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৬ শকাব্দের চৈত্র সংখ্যাতেই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সম্পাদন পর্বের সমাপ্তি হয়। এরপর সত্যেন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে না জড়ালেও, রাজনীতি থেকে দূর থেকে উদাসীন হয়ে বসে থাকতে চাননি। সমসাময়িক প্রায় প্রত্যেক রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে নিজের সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় বা প্রকাশ্য সভা-সমাবেশে তিনি মতপ্রকাশ করেছেন। কখনও কখনও তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য দেশের বহুজনের বিরূপ সমালোচনা কুড়িয়েছিল। কিন্তু তিনি চাপে পড়ে নিজের অবস্থান বদল করেননি। পরবর্তীকালে তাঁর অনেক বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু পত্র-পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে, রাজনৈতিক ভাষ্যকার হিসেবে তিনি নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে আপস করেননি। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ও ঐক্যের সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যতটা গভীরভাবে ভেবেছিলেন এবং যতটা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছিলেন, সে আমলে কোনো জাতীয় নেতাই সেভাবে বিষয়টিকে তলিয়ে দেখেননি।

পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়া সাংবাদিকতা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ বেশ তলিয়ে ভেবেছিলেন। চটুল ও তরল সাংবাদিকতার তিনি সমালোচনা করেছেন। তিনি সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিকতার পক্ষে ছিলেন। এ কথা ঠিক, কবিকে কোনোদিন সংবাদপত্রের দপ্তরে বসে সংবাদ রচনা করতে হয়নি বা তিনি কোনোদিন নোটবই, পেনসিল বা ভয়েস রেকর্ডার নিয়ে সংবাদপত্রের পিছনে ছুটে বেড়াননি। কিন্তু দেশ-বিদেশের সংবাদ ও পত্র-পত্রিকার জগৎটি তাঁর আয়ত্তে ছিল। বশংবদপত্র বিদেশের সংবাদ ও সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের রবীন্দ্রনাথ আদপেই পছন্দ করতেন না। তাঁর একাধিক লেখায় এ কথাটা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন। তবুও রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক স্বাদেশিকতার বিকাশে এবং সামগ্রিকভাবে দেশবাসীর জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা গঠনে এই পত্রিকাগুলির অবদান চিরদিনই ভারতীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাসে স্বীকৃত থাকবে।

উৎসের সন্ধানে

১. রামকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিঠিপত্র', ষষ্ঠ খণ্ড, প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৯৩

২. প্রশান্তকুমার পাল : 'রবীজীবনী', পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, আশ্বিন ১৪১৭, পৃ. ১২৪

৩. ভবতোষ দত্ত : 'উনবিংশ শতাব্দীর সম্পাদক ও সাহিত্য পত্র', দেশ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৯

৪. স্মরণ আচার্য সম্পাদিত : 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতির ছবি জীবনস্মৃতি', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ২০১৫, পৃ. ২০

৫. মধুময় রায় : প্রসঙ্গ রাজনৈতিক : সংস্কৃতি 'রবীন্দ্রনাথের ভারতী', সোহম পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৬, পৃ. ১২৭

৬. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য : 'রবীন্দ্রনাথ ও নবপর্যায় বঙ্গদর্শন', দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৮

৭. প্রবীর কুমার বৈদ্য : 'পত্রিকার জগতে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ', কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯২, পৃ. ৪২

৮. অমৃত সেন কর্তৃক প্রকাশিত : 'রবীন্দ্র-রচনাবলী-৪, '১২৫ তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৯৪, পৃ. ৩২১

৯. পবিত্রকুমার সরকার : সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ, লোকসেবা শিবির প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০১ , পৃ. ৬

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'চিঠিপত্র' ষোড়শ খণ্ড, সম্পাদক শ্রীমতী সাধনা ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ৭ পৌষ ১৪০২, পৃ. ৮৬

১১. বঙ্গভঙ্গো জিজ্ঞাসা ও জনমত : ভাণ্ডার-সংকলন, নেতাজি ইনস্টিট্যুট ফর এশিয়ান স্টাডিজ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৪০৭ , পৃ. ১০

১২. পশুপতি শাসমল : 'পারিবারিক খাতায় রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্র প্রসঙ্গ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০২, পৃ. ২৭

১৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক' তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ১৩৬৮, পৃ. ১৪৪

১৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাময়িকপত্র' অখণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৩ , পৃ. ৯৪